অষ্টচত্বারিংশ অধ্যায়

শ্রীকৃষ্ণ তাঁর ভক্তদের তুষ্ট করেন

এই অধ্যায়ে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ প্রথমে ত্রিবক্রার (কুব্জা নামে পরিচিতা) কাছে গমন করে তার সঙ্গে আনন্দ উপভোগ করেন এবং তারপর তিনি অক্রূরের কাছে গমন করেন। পাণ্ডবদের সন্তুষ্ট করার জন্য অক্রূরকে ভগবান হস্তিনাপুরে প্রেরণ করেন।

উদ্ধব শ্রীকৃষ্ণকে ব্রজের সংবাদসমূহ বর্ণনা করার পর ভগবান, ত্রিবক্রার কাম তৃপ্তির উপযোগী বিচিত্র সজ্জায় শোভিত গৃহে গমন করলেন। পরম সম্মানের সঙ্গে ত্রিবক্রা কৃষ্ণকে অভ্যর্থনা করে তাঁকে উচ্চ আসন প্রদান করে তাঁর সখীগণের সঙ্গে তাঁর পূজা করলেন। ত্রিবক্রা উদ্ধবকেও যথাযোগ্য আসন প্রদান করলেন, কিন্তু উদ্ধব তা স্পর্শমাত্র করে ভূমিতে উপবেশন করলেন।

অতঃপর দাসী ত্রিবক্রা নিজে অঙ্গ প্রক্ষালন ও সাজসজ্জা করে এলে, শ্রীকৃষ্ণ একটি বহুমূল্য পালঙ্কে হেলান দিয়ে বসলেন। তখন ত্রিবক্রা তাঁর দিকে আগমন করলে কৃষ্ণ তাঁকে বিছানায় আহ্বান করলেন এবং তাঁর সঙ্গে বিভিন্ন রূপে আনন্দ উপভোগ করলেন। ভগবান কৃষ্ণকে আলিঙ্গনের দ্বারা ত্রিবক্রা নিজেকে কামপীড়া থেকে মুক্ত করলেন। ত্রিবক্রা কৃষ্ণকে আরো কিছু সময় থাকতে অনুরোধ করলে সুবিবেচক ভগবান তাঁর অনুরোধ যথাসময়ে পূর্ণ করার কথা দিলেন। এরপর কৃষ্ণ উদ্ধবকে সঙ্গে নিয়ে তাঁর গৃহে প্রত্যাবর্তন করলেন। কৃষ্ণকে চন্দন অনুলেপন অর্পণ করা ব্যতীত ত্রিবক্রা অন্য কোন পুণ্যকর্মই সম্পাদন করেননি, তবুও কেবলমাত্র এই একমাত্র পুণ্যবলে তিনি কৃষ্ণের দুর্লভ ব্যক্তিগত সঙ্গ প্রাপ্ত হলেন।

শ্রীকৃষ্ণ এরপর শ্রীবলদেব ও উদ্ধবকে সঙ্গে নিয়ে অক্রূরের গৃহে গমন করলেন। অক্রূর তাঁদের তিনজনকেই প্রণত হয়ে সম্মান নিবেদন করে উপবেশনের জন্য যথোচিত আসন প্রদান করলেন।

ভগবান কৃষ্ণ অক্রূরের প্রার্থনাসমূহে প্রীত হলেন। তিনি তাঁকে বললেন যে, যেহেতু অক্রূর প্রকৃতপক্ষে তাঁদের পিতৃব্য, তাই কৃষ্ণ ও বলরাম তাঁর সুরক্ষা ও অনুকম্পা গ্রহণের যোগ্য। শ্রীকৃষ্ণ এরপর অক্রূরকে সাধু ও পাপীগণের পরিশুদ্ধকারীরূপে প্রশংসা করলেন এবং তিনি তাঁকে পিতৃহীন পাণ্ডবগণ কি অবস্থায় রয়েছে, তা নির্ণয়ের জন্য হস্তিনাপুর গমন করতে বললেন। অবশেষে, বলরাম ও উদ্ধবকে তাঁর সঙ্গে নিয়ে ভগবান গৃহে প্রত্যাগমন করলেন।

শ্লোক ১

শ্রীশুক উবাচ

অথ বিজ্ঞায় ভগবান্ সর্বাত্মা সর্বদর্শনঃ ।
সৈরন্ধ্র্যাঃ কামতপ্তায়াঃ প্রিয়মিচ্ছন্ গৃহং যযৌ ॥ ১ ॥

শ্রীশুকঃ উবাচ—শ্রীশুকদেব গোস্বামী বললেন; **অথ**—তারপর; **বিজ্ঞায়**—অবগত হয়ে; **ভগবান্**—ভগবান; **সর্ব**—সকলের; **আত্মা**—আত্মা; **সর্ব**—সমস্ত কিছুর; **দর্শনঃ**—দর্শনকারী; **সৈরন্ধ্র্যাঃ**—ত্রিবক্রা দাসীর; **কাম**—কাম দ্বারা; **তপ্তায়াঃ**—সন্তপ্ত; **প্রিয়ম্**—সন্তুষ্টি; **ইচ্ছন্**—ইচ্ছায়; **গৃহম্**—তার গৃহে; **যযৌ**—তিনি গমন করলেন।

অনুবাদ

শুকদেব গোস্বামী বললেন—তারপর, উদ্ধবের সংবাদ অবগত হওয়ার পর, পরমেশ্বর ভগবান, সর্বদর্শী সর্বাত্মা, কাম দ্বারা সন্তপ্ত ত্রিবক্রা দাসীকে সন্তুষ্ট করতে ইচ্ছা করলেন। তাই তিনি তাঁর গৃহে গমন করলেন।

তাৎপর্য

এই শ্লোকটি ভগবানের লীলার একটি আকর্ষণীয় মর্ম উপলব্ধি প্রদান করছে। প্রথম পংক্তিতে বলা হয়েছে *অথ বিজ্ঞায় ভগবান্*—"এইভাবে ভগবান অবগত হয়ে (উদ্ধবের সংবাদ)...." দ্বিতীয় পংক্তিতে বলা হয়েছে যে, শ্রীকৃষ্ণ সমস্ত কিছুরই আত্মা (*সর্বাত্মা*) এবং সমস্ত কিছুরই দ্রষ্টা (*সর্বদর্শনঃ*) অন্যভাবে বলতে গেলে, যদিও তিনি বার্তাবহের কাছ থেকে কথিত সংবাদের উপর নির্ভর করেন না, তিনি মানুষের ভূমিকায় ক্রিয়া করেন এবং একজন বার্তাবহের কাছ থেকে সংবাদ শোনেন—আমরা যেভাবে করি; তেমন প্রয়োজনের জন্য নয়, বরং তাঁর আনন্দময় লীলায় তাঁর শুদ্ধভক্তগণের সঙ্গে প্রেম বিনিময়ের জন্য। *সর্বদর্শনঃ* শব্দটিও নির্দেশ করছে যে, ভগবান সঠিকভাবেই ব্রজবাসীগণের অনুভূতি হৃদয়ঙ্গম করেছিলেন এবং সঠিকভাবেই তাদের অন্তরে তাদের সঙ্গে ভাব বিনিময় করেছিলেন। এখন তাঁর বহিরঙ্গ লীলায়, তিনি শ্রীমতী ত্রিবক্রাকে অনুগ্রহ করার ইচ্ছা করলেন, যে জড় কামনার ব্যাধি থেকে প্রায় মুক্ত হয়েছিল।

শ্লোক ২

মহার্হোপস্করৈরাঢ্যং কামোপায়োপবৃংহিতম্ ।
মুক্তাদামপতাকাভির্বিতানশয়নাসনৈঃ ।
ধূপৈঃ সুরভিভির্দীপৈঃ স্রগ্গন্ধৈরপি মণ্ডিতম্ ॥ ২ ॥

মহা-অর্হ—মূল্যবান; **উপস্করৈঃ**—গৃহোপকরণে; **আঢ্যম্**—সমৃদ্ধ; **কাম**—কাম; **উপায়**—সজ্জায়; **উপবৃংহিতম্**—পরিপূর্ণ; **মুক্তা-দাম**—মুক্তা মালা; **পতাকাভিঃ**—এবং পতাকাসমূহ; **বিতান**—চন্দ্রাতপসহ; **শয়ন**—শয্যা; **আসনৈঃ**—এবং আসন; **ধূপৈঃ**—ধূপ; **সুরভিভিঃ**—সুগন্ধি; **দীপৈঃ**—দীপ; **স্রক্**—ফুলের মালা; **গন্ধৈঃ**—এবং সুগন্ধিচন্দন অনুলেপ; **অপি**—ও; **মণ্ডিতম্**—সুশোভিত।

অনুবাদ

ত্রিবক্রার গৃহ বহুমূল্য গৃহোপকরণ এবং কাম বাসনা উদ্বুদ্ধ করার সজ্জায় পরিপূর্ণ ছিল। সেখানে ছিল পতাকা, সার সার মুক্তার মালা, চন্দ্রাতপ, সুন্দর শয্যা, উপবেশন স্থান এবং সেই সঙ্গে সুগন্ধি ধুপ, দীপ, ফুলের মালা ও সুগন্ধি চন্দন অনুলেপ।

তাৎপর্য

শ্রীল শ্রীধর স্বামীর মতানুসারে, ত্রিবক্রার গৃহে ইন্দ্রিয় উদ্দীপক সজ্জার মধ্যে স্পষ্ট কামোদ্দীপক ছবিসমূহও ছিল। শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর যোগ করেছেন যে, তার উপকরণাদির মধ্যে ভেষজ কামোদ্দীপক বস্তু ছিল। ত্রিবক্রার উদ্দেশ্যটি অনুমান করা কঠিন নয়, যদিও ভগবান কৃষ্ণ তাকে জড় অস্তিত্ব থেকে উদ্ধারের জন্য সেখানে গমন করেছিলেন।

শ্লোক ৩

গৃহং তমায়ান্তমবেক্ষ্য সাসনাৎ
সদ্যঃ সমুত্থায় হি জাতসম্ভ্রমা ।
যথোপসঙ্গম্য সখীভিরচ্যুতং
সভাজয়ামাস সদাসনাদিভিঃ ॥ ৩ ॥

গৃহম্—তাঁর গৃহে; **তম্**—তাঁকে; **আয়ন্তম্**—সমাগত; **অবেক্ষ্য**—দর্শন করে; **সা**—সে; **আসনাৎ**—তাঁর আসন হতে; **সদ্যঃ**—সহসা; **সমুত্থায়**—উত্থিত হয়ে; **হি**—বস্তুত; **জাত-সম্ভ্রমা**—সসম্ভ্রমে; **যথা**—যথোচিতভাবে; **উপসঙ্গম্য**—নিকটে আগমন করে; **সখীভিঃ**—তাঁর সখীগণের সঙ্গে; **অচ্যুতম্**—শ্রীকৃষ্ণ; **সভাজয়াম্ আস**—শ্রদ্ধার সঙ্গে পূজা করলেন; **সৎ-আসন**—উত্তম আসন দ্বারা; **আদিভিঃ**—এবং আরও।

অনুবাদ

ত্রিবক্রা যখন তাঁকে তাঁর গৃহে সমাগত দর্শন করলেন, তৎক্ষণাৎ তাঁর আসন হতে সসম্ভ্রমে উঠে পড়লেন। তাঁর সখীদের নিয়ে অগ্রসর হয়ে তিনি ভগবান অচ্যুতকে শ্রদ্ধার সঙ্গে একটি উত্তম আসন ও অন্যান্য পূজার সামগ্রী নিবেদন করে অর্চনা করলেন।

শ্লোক ৪

তথোদ্ধবঃ সাধুতয়াভিপূজিতো
ন্যষীদদুর্ব্যামভিমৃশ্য চাসনম্ ।
কৃষ্ণোঽপি তূর্ণং শয়নং মহাধনং
বিবেশ লোকাচরিতান্যনুব্রতঃ ॥ ৪ ॥

তথা—ও; **উদ্ধবঃ**—উদ্ধব; **সাধুতয়া**—একজন সাধুরূপে; **অভিপূজিতঃ**—পূজিত হলেন; **ন্যষীদৎ**—বসলেন; **উর্ব্যাম্**—ভূমিতে; **অভিমৃশ্য**—স্পর্শ করে; **চ**—এবং; **আসনম্**—আসন; **কৃষ্ণঃ**—শ্রীকৃষ্ণ; **অপি**—এবং; **তূর্ণম্**—শীঘ্র; **শয়নম্**—একটি শয্যা; **মহা-ধনম্**—বহুমূল্য; **বিবেশ**—উপবিষ্ট হলেন; **লোক**—মানব সমাজের; **আচরিতানি**—আচরণসমূহ; **অনুব্রতঃ**—অনুকরণ করে।

অনুবাদ

উদ্ধবও একটি সম্মানের আসন পেয়েছিলেন, যেহেতু তিনি ছিলেন একজন সাধুপুরুষ তাই তিনি কেবলমাত্র তা স্পর্শ করে ভূমিতে আসন গ্রহণ করলেন। তখন ভগবান কৃষ্ণ, মানব সমাজের আচারসমূহ অনুকরণ করে, শীঘ্রই একটি বহুমূল্য শয্যায় নিজেকে সুখাসীন করলেন।

তাৎপর্য

আচার্যবর্গের মতানুসারে, উদ্ধব তাঁর প্রভুর জন্য শ্রদ্ধা অনুভব করেছিলেন আর তাই তাঁর উপস্থিতিতে একটি বহুমূল্য আসনে উপবেশন করতে অস্বীকার করেছিলেন। বরং তিনি তাঁর হাত দিয়ে আসনটি স্পর্শ করে ভূমিতেই উপবেশন করলেন। শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর আরও বর্ণনা করছেন যে, ত্রিবক্রার গৃহের অন্দর মহলের একটি শয্যায় শ্রীকৃষ্ণ নিজেকে সুখাসীন করেছিলেন।

শ্লোক ৫

সা মজ্জনালেপদুকূলভূষণ-
স্রগ্‌গন্ধতাম্বূলসুধাসবাদিভিঃ ।
প্রসাধিতাত্মোপসসার মাধবং
সব্রীড়লীলোৎস্মিতবিভ্রমেক্ষিতৈঃ ॥ ৫ ॥

সা—সে, ত্রিবক্রা; **মজ্জন**—স্নান দ্বারা; **আলেপ**—অনুলেপন; **দুকূল**—মনোহর বস্ত্রে সজ্জিত হয়ে; **ভূষণ**—অলঙ্কার সহ; **স্রক্**—মালা; **গন্ধ**—গন্ধ; **তাম্বূল**—পান-সুপারি; **সুধা-আসব**—সুগন্ধি পানীয়; **আদিভিঃ**—এবং আরও; **প্রসাধিত**—প্রসাধন করে;

আত্মা—তাঁর দেহ; **উপসসার**—সমীপবর্তী হয়েছিলেন; **মাধবম্**—শ্রীকৃষ্ণ; **সব্রীড়**—সলজ্জ; **লীলা**—লীলাজাত; **উৎস্মিত**—তাঁর হাস্যের; **বিভ্রম**—বিভ্রম প্রদর্শন করে; **ঈক্ষিতৈঃ**—কটাক্ষপাত করে।

অনুবাদ

ত্রিবক্রা স্নান করে, দেহে গন্ধ অনুলেপন ও সুন্দর বস্ত্র পরিধান করে, অলঙ্কার, মালা ও সুগন্ধি ধারণ করে, এবং তাম্বুল চর্বণ, সুগন্ধি পানীয় গ্রহণ ইত্যাদির মাধ্যমে নিজেকে প্রস্তুত করলেন। তারপর তিনি ভগবান মাধবের দিকে সলজ্জ হাস্যবিলাস ও কটাক্ষ সমন্বিত ভাব সহকারে অগ্রসর হলেন।

তাৎপর্য

এই শ্লোক থেকে এটা পরিষ্কার যে, কোনও নারী যেভাবে কাম-ইচ্ছা উপভোগের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করে থাকে, হাজার বছরেও তা বদলায়নি।

শ্লোক ৬

আহূয় কান্তাং নবসঙ্গমহ্রিয়া
বিশঙ্কিতাং কঙ্কণভূষিতে করে ।
প্রগৃহ্য শয্যামধিবেশ্য রাময়া
রেমেঽনুলেপার্পণপুণ্যলেশয়া ॥ ৬ ॥

আহূয়—আহ্বান করে; **কান্তাম্**—তাঁর প্রিয়তমাকে; **নব**—নব; **সঙ্গম**—সংস্পর্শের; **হ্রিয়া**—লজ্জাযুক্ত; **বিশঙ্কিতাম্**—শঙ্কিতা; **কঙ্কণ**—কঙ্কণ; **ভূষিতে**—অলঙ্কৃত; **করে**—তাঁর হাত দুটি; **প্রগৃহ্য**—ধারণ করে; **শয্যাম্**—শয্যায়; **অধিবেশ্য**—তাঁকে স্থাপন করে; **রাময়া**—সেই সুন্দরী কন্যার সঙ্গে; **রেমে**—তিনি আনন্দ উপভোগ করলেন; **অনুলেপ**—অনুলেপনের; **অর্পণ**—অর্পণ; **পুণ্য**—পুণ্যের; **লেশয়া**—লেশমাত্র।

অনুবাদ

এই নব সংস্পর্শের সম্ভাবনাজনিত লজ্জা ও শঙ্কাযুক্ত তাঁকে ভগবান তাঁর কঙ্কণশোভিত হাত দুটি ধরে শয্যায় আকর্ষণ করলেন। এইভাবে তিনি সেই সুন্দরী কন্যার সঙ্গে আনন্দ উপভোগ করলেন—যে-কন্যা কেবলমাত্র ভগবানকে অনুলেপন অর্পণ করেই লেশমাত্র পুণ্য সঞ্চয় করেছিল।

তাৎপর্য

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর ব্যাখ্যা করছেন যে, *নব সঙ্গম-হ্রিয়া* শব্দটি থেকে বোঝা যায়, ত্রিবক্রা সেই সময় প্রকৃতপক্ষে কুমারী ছিলেন। তিনি একজন বিকৃত কুব্জা ছিলেন এবং সম্প্রতি ভগবান তাঁকে এক সুন্দরী কন্যায় রূপান্তরিত করেছেন। সুতরাং শ্রীকৃষ্ণের প্রতি স্পষ্টত কামভাবাপন্ন থাকা সত্ত্বেও তিনি স্বভাবতই লজ্জিত ও শঙ্কিত হয়েছিলেন।

শ্লোক ৭

সানঙ্গতপ্তকুচয়োরুরসস্তথাক্ষ্ণোর্
জিঘ্রন্ত্যনন্তচরণেন রুজো মৃজন্তী ।
দোর্ভ্যাং স্তনান্তরগতং পরিরভ্য কান্তম্
আনন্দমূর্তিমজহাদতিদীর্ঘতাপম্ ॥ ৭ ॥

সা—সে; **অনঙ্গ**—কাম দ্বারা; **তপ্ত**—তপ্ত; **কুচয়োঃ**—তাঁর স্তনদ্বয়ের; **উরসঃ**—তাঁর বক্ষের; **তথা**—এবং; **অক্ষ্ণোঃ**—তাঁর নেত্র যুগলের; **জিঘ্রন্তী**—আঘ্রাণ করে; **অনন্ত**—অনন্ত ভগবান কৃষ্ণের; **চরণেন**—পদদ্বয় দ্বারা; **রুজঃ**—পীড়া; **মৃজন্তী**—দূরীভূত করল; **দোর্ভ্যাম্**—তাঁর দুই বাহু দ্বারা; **স্তন**—তাঁর স্তন; **অন্তরগতম্**—মধ্যেকার; **পরিরভ্য**—আলিঙ্গন করে; **কান্তম্**—তাঁর প্রিয়তম; **আনন্দ**—সকল আনন্দের; **মূর্তিম্**—মূর্তি স্বরূপ; **অজহাৎ**—তিনি পরিত্যাগ করেছিলেন; **অতি**—অত্যন্ত; **দীর্ঘ**—দীর্ঘস্থায়ী; **তাপম্**—তাঁর সন্তাপ।

অনুবাদ

কেবলমাত্র কৃষ্ণের পাদপদ্মের ঘ্রাণ গ্রহণ করেই ত্রিবক্রা তাঁর স্তনদ্বয়, বক্ষ ও নয়নযুগলের উদ্যত কামপীড়া দূরীভূত করেছিল। তাঁর দুই বাহু দ্বারা তাঁর দুই স্তনের মধ্যে তাঁর প্রিয়তম, আনন্দমূর্তিস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণকে আলিঙ্গন করলেন এবং এইভাবে তাঁর দীর্ঘস্থায়ী সন্তাপ তিনি পরিত্যাগ করেছিলেন।

শ্লোক ৮

সৈবং কৈবল্যনাথং তং প্রাপ্য দুষ্প্রাপ্যমীশ্বরম্ ।
অঙ্গরাগার্পণেনাহো দুর্ভগেদমযাচত ॥ ৮ ॥

সা—তিনি; **এবম্**—এইভাবে; **কৈবল্য**—মুক্তির; **নাথম্**—নিয়ন্তা; **তম্**—তাঁকে; **প্রাপ্য**—প্রাপ্ত হয়ে; **দুষ্প্রাপ্যম্**—দুষ্প্রাপ্য; **ঈশ্বরম্**—ভগবান; **অঙ্গ-রাগ**—দেহ অনুলেপন; **অর্পণেন**—অর্পণের দ্বারা; **অহো**—হায়; **দুর্ভগা**—দুর্ভাগা; **ইদম্**—এই; **অযাচত**—তিনি প্রার্থনা করেছিলেন।

অনুবাদ

দুর্লভ ভগবানকে সামান্য অঙ্গরাগ অর্পণের মাধ্যমে লাভ করেও দুর্ভাগা ত্রিবক্রা সেই কৈবল্যনাথের কাছে নিম্নোক্ত প্রার্থনাই নিবেদন করেছিলেন।

তাৎপর্য

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুরের মতানুসারে, ভগবানের কাছে শ্রীমতী ত্রিবক্রা এই প্রার্থনা করেছিলেন, "দয়া করে কেবল আমার সঙ্গেই আনন্দ উপভোগ করুন এবং অন্য কোন রমণীর সঙ্গে নয়।" যেহেতু কৃষ্ণ এই ধরনের বর প্রদানের জন্য প্রস্তুত ছিলেন না, ত্রিবক্রাকে এখানে তাই দুর্ভাগারূপে বর্ণনা করা হয়েছে। শ্রীধর স্বামী আরও বলছেন যে, যদিও সাধারণের চোখে তিনি জড়জাগতিক কাম উপভোগের জন্য প্রার্থনা করেছিলেন বলে মনে করা হয়, প্রকৃতপক্ষে এই মুহূর্তটিতে তিনি ছিলেন একজন মুক্ত আত্মা।

শ্লোক ৯

সহোষ্যতামিহ প্রেষ্ঠ দিনানি কতিচিন্ময়া ।
রমস্ব নোৎসহে ত্যক্তুং সঙ্গং তেঽম্বুরুহেক্ষণ ॥ ৯ ॥

সহ—একত্রে; **উষ্যতাম্**—দয়া করে অবস্থান করুন; **ইহ**—এখানে; **প্রেষ্ঠ**—হে প্রিয়তম; **দিনানি**—দিবস; **কতিচিৎ**—কিছু; **ময়া**—আমার সঙ্গে; **রমস্ব**—আনন্দ গ্রহণ করুন; **ন উৎসহে**—আমি সহ্য করতে পারি না; **ত্যক্তুম্**—পরিত্যাগ করতে; **সঙ্গম্**—সঙ্গ; **তে**—আপনার; **অম্বুরুহ-ঈক্ষণ**—হে কমলনয়ন।

অনুবাদ

ত্রিবক্রা বললেন—হে প্রিয়তম, দয়া করে এখানে আমার সঙ্গে কিছুদিন অবস্থান করুন এবং আনন্দ উপভোগ করুন। হে কমলনয়ন, আমি আপনার সঙ্গ পরিত্যাগ করা সহ্য করতে পারব না।

তাৎপর্য

অম্বু শব্দটির অর্থ 'জল' এবং 'রুহ' অর্থ 'উত্থিত'। এইভাবে *অম্বুরুহ* কথাটির অর্থ 'পদ্মফুল', যা জল হতে উত্থিত হয়েছে। ভগবান কৃষ্ণকে *অম্বুরুহেক্ষণ*, 'কমল নয়ন' বলা হয়। তিনি সকল সৌন্দর্যের মূর্তিমান উৎস এবং স্বাভাবিকভাবেই ত্রিবক্রা তাঁর প্রতি আকর্ষণ অনুভব করেছিল। যাই হোক, ভগবানের সৌন্দর্য চিন্ময় ও শুদ্ধ, এবং ত্রিবক্রার সঙ্গ উপভোগ করা তাঁর উদ্দেশ্য ছিল না বরং তাঁকে শুদ্ধ পারমার্থিক জীবনে, কৃষ্ণভাবনামৃতে আনয়ন করাই তাঁর উদ্দেশ্য ছিল।

শ্লোক ১০

তস্যৈ কামবরং দত্ত্বা মানয়িত্বা চ মানদঃ ।
সহোদ্ধবেন সর্বেশঃ স্বধামাগমদৃদ্ধিমৎ ॥ ১০ ॥

তস্যৈ—তাঁকে; **কাম**—জাগতিক আকাঙ্ক্ষার; **বরম্**—বর; **দত্ত্বা**—অনুমোদন করে; **মানয়িত্বা**—তাঁকে সম্মান প্রদর্শন করে; **চ**—এবং; **মানদঃ**—যিনি অন্যদের মান প্রদান করেন; **সহ-উদ্ধবেন**—উদ্ধব সহ; **সর্ব-ঈশঃ**—সমস্ত কিছুর ভগবান; **স্ব**—তাঁর আপন; **ধাম**—আলয়ে; **আগমৎ**—গমন করলেন; **ঋদ্ধিমৎ**—পরম ঐশ্বর্যমণ্ডিত।

অনুবাদ

তাঁকে এই কামনাময় আকাঙ্ক্ষা পূরণের প্রতিশ্রুতি দান করে, সুবিবেচক সর্বেশ্বর কৃষ্ণ ত্রিবক্রাকে তাঁর সম্মান জ্ঞাপন করলেন এবং তারপর উদ্ধবসহ তাঁর পরম ঐশ্বর্যপূর্ণ আপন আলয়ে প্রত্যাবর্তন করলেন।

তাৎপর্য

সকল আচার্যই সহমত পোষণ করেন যে, *কামবরং দত্ত্বা* শব্দটি থেকে বোঝা যায়—শ্রীকৃষ্ণ ত্রিবক্রার কাম আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করবেন, সেই প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন।

শ্লোক ১১

দুরারাধ্যং সমারাধ্য বিষ্ণুং সর্বেশ্বরেশ্বরম্ ।
যো বৃণীতে মনোগ্রাহ্যমসত্ত্বাৎ কুমনীষ্যসৌ ॥ ১১ ॥

দুরারাধ্যম্—দুরারাধ্য; **সমারাধ্য**—পূর্ণরূপে পূজা করে; **বিষ্ণুম্**—শ্রীবিষ্ণু; **সর্ব**—সকলের; **ঈশ্বর**—নিয়ন্তা; **ঈশ্বরম্**—ঈশ্বর; **যঃ**—যে; **বৃণীতে**—আশীর্বাদরূপে পছন্দ করে; **মনঃ**—মন; **গ্রাহ্যম্**—ইন্দ্রিয় তুষ্টিকারক; **অসত্ত্বাৎ**—তার তুচ্ছতার জন্য; **কুমনীষী**—কুবুদ্ধিসম্পন্ন; **অসৌ**—সেই ব্যক্তি।

অনুবাদ

ঈশ্বরগণের পরম ঈশ্বর ভগবান শ্রীবিষ্ণুর সমীপবর্তী হওয়া সাধারণত কঠিন। যে তাঁকে যথাযথভাবে অর্চনা করে অবশেষে জড়জাগতিক ইন্দ্রিয়ের তুষ্টির জন্য বর পছন্দ করে, সে অবশ্যই হীনবুদ্ধিসম্পন্ন, কারণ সে একটি তুচ্ছ ফল লাভেই সন্তুষ্ট থাকে।

তাৎপর্য

আচার্যগণের ভাষ্য থেকে এটা পরিষ্কার যে, ত্রিবক্রার কাহিনীটি দুটি স্তরে হৃদয়ঙ্গম করতে হবে। একদিকে, প্রত্যক্ষভাবে ভগবানের সঙ্গকারী ও তাঁর লীলায় অংশগ্রহণকারী মুক্ত আত্মা বলে হৃদয়ঙ্গম করতে হবে। অন্যদিকে তাঁর ব্যবহার, ভগবান কৃষ্ণের সঙ্গে সম্পর্কের ক্ষেত্রে কি করা উচিত নয়, পরিষ্কারভাবে সেই শিক্ষার অর্থ প্রকাশ করে। কারণ ভগবানের সকল লীলা কেবলমাত্র পরম আনন্দময়ই নয়, তা শিক্ষামূলকও। যদিও ত্রিবক্রার শুদ্ধতা এবং তাঁর খারাপ দৃষ্টান্তটি দুটি পৃথক স্তরে

স্থান পেয়েছে, কিন্তু এই লীলায় প্রকৃত কোন বৈপরীত্য নেই। অর্জুনকেও শুদ্ধ ভক্তরূপে বিবেচনা করা হয়, যদিও প্রাথমিকভাবে যুদ্ধ করার কৃষ্ণোপদেশ অগ্রাহ্য করে তিনি কি করা উচিত নয়, তার দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করেছিলেন। তা সত্ত্বেও, এই ধরনের 'খারাপ দৃষ্টান্তসমূহের' পরমব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণের আনন্দময় সঙ্গের সুখকর পরিসমাপ্তি রয়েছে।

শ্লোক ১২

অক্রূরভবনং কৃষ্ণঃ সহরামোদ্ধবঃ প্রভুঃ ।
কিঞ্চিচ্চিকীর্ষয়ন্ প্রাগাদক্রূরপ্রিয়কাম্যয়া ॥ ১২ ॥

অক্রূর-ভবনম্—অক্রূরের গৃহ; **কৃষ্ণঃ**—কৃষ্ণ; **সহ**—সহ; **রাম-উদ্ধবঃ**—শ্রীরাম ও উদ্ধব; **প্রভুঃ**—ভগবান; **কিঞ্চিৎ**—কিছু; **চিকীর্ষয়ন্**—কার্য সম্পাদনের জন্য; **প্রাগাৎ**—গমন করলেন; **অক্রূর**—অক্রূরের; **প্রিয়**—সন্তুষ্টি; **কাম্যয়া**—আকাঙ্ক্ষা করে।

অনুবাদ

অতঃপর ভগবান কৃষ্ণ, কিছু কার্য সম্পাদনের উদ্দেশ্যে বলরাম ও উদ্ধব সহ অক্রূরের গৃহে গমন করলেন। ভগবান, অক্রূরের প্রীতি সাধনের আকাঙ্ক্ষাও করেছিলেন।

তাৎপর্য

ভগবান কৃষ্ণের ত্রিবক্রার গৃহে ভ্রমণের পূর্ববর্তী ঘটনাটি এবং এখন তাঁর অক্রূরের গৃহে গমন, মথুরা নগরীতে শ্রীকৃষ্ণের দৈনন্দিন কার্যাবলীর একটি মনোরম আভাস প্রদান করছে।

শ্লোক ১৩-১৪

স তান্নরবরশ্রেষ্ঠানারাদ্বীক্ষ্য স্ববান্ধবান্ ।
প্রত্যুত্থায় প্রমুদিতঃ পরিষ্বজ্যাভিনন্দ্য চ ॥ ১৩ ॥
ননাম কৃষ্ণং রামং চ স তৈরপ্যভিবাদিতঃ ।
পূজয়ামাস বিধিবৎ কৃতাসনপরিগ্রহান্ ॥ ১৪ ॥

সঃ—তিনি (অক্রূর); **তান্**—তাঁদেরকে (কৃষ্ণ, বলরাম ও উদ্ধব); **নরবর**—বর্ণময় ব্যক্তিত্বগণের; **শ্রেষ্ঠান্**—শ্রেষ্ঠ; **আরাৎ**—দূর থেকে; **বীক্ষ্য**—দর্শন করে; **স্ব**—তাঁর (অক্রূরের); **বান্ধবান্**—বান্ধবগণকে; **প্রত্যুত্থায়**—উত্থিত হয়ে; **প্রমুদিতঃ**—আনন্দে; **পরিষ্বজ্য**—আলিঙ্গন করে; **অভিনন্দ্য**—অভিনন্দন করে; **চ**—এবং; **ননাম**—প্রণতি

নিবেদন করলেন; **কৃষ্ণম্ রামম্ চ**—শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীবলরামকে; **সঃ**—তিনি; **তৈঃ**—তাঁদের দ্বারা; **অপি**—এবং; **অভিবাদিতঃ**—অভিনন্দিত; **পূজয়াম্ আস**—তিনি পূজা করলেন; **বিধিবৎ**—শাস্ত্রীয় বিধি অনুসারে; **কৃত**—করলেন; **আসন**—আসনের; **পরিগ্রহান্**—পরিগ্রহ।

অনুবাদ

অক্রূর যখন তাঁদের, তাঁর আপন বান্ধব ও পরম উন্নত ব্যক্তিত্বদের দূর থেকে আসতে দেখলেন, তখন তিনি মহানন্দে উত্থিত হলেন। তাঁদের আলিঙ্গন ও অভিনন্দিত করে, অক্রূর কৃষ্ণ ও বলরামকে প্রণতি নিবেদন করলেন এবং প্রত্যুত্তরে তাঁদের দ্বারাও অভিনন্দিত হলেন। তারপর, তাঁর অতিথিগণ আসন গ্রহণ করলে, শাস্ত্র বিধি অনুসারে তিনি তাদের অর্চনা করলেন।

তাৎপর্য

শ্রীল জীব গোস্বামী উল্লেখ করছেন যে, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ও অন্যান্যরা বন্ধুত্বপূর্ণ মনোভাব নিয়ে অক্রূরের কাছে গিয়েছিলেন। প্রথমে অক্রূর সেই বন্ধুত্বপূর্ণ মনোভাবের আদান-প্রদান করেছিলেন এবং পরে, তাঁদের আতিথ্য প্রদর্শনের সময়, তিনি ভগবানের প্রতি তাঁর স্বাভাবিক ভক্তির মনোভাব গ্রহণ করেছিলেন এবং এইভাবে শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীবলরামের প্রতি তাঁর প্রণাম নিবেদন করেছিলেন।

শ্লোক ১৫-১৬

পাদাবনেজনীরাপো ধারয়ন্ শিরসা নৃপ ।
অর্হণেনাম্বরৈর্দিব্যৈর্গন্ধস্রগ্ভূষণোত্তমৈঃ ॥ ১৫ ॥
অর্চিত্বা শিরসানম্য পাদাবঙ্কগতৌ মৃজন্ ।
প্রশ্রয়াবনতোঽক্রূরঃ কৃষ্ণরামাবভাষত ॥ ১৬ ॥

পাদ—তাঁদের পাদদ্বয়; **অবনেজনীঃ**—প্রক্ষালনের জন্য ব্যবহৃত; **আ**—সর্বত্র; **আপঃ**—জল; **ধারয়ন্**—ধারণ করে; **শিরসা**—তাঁর মস্তকে; **নৃপ**—হে রাজন্ (পরীক্ষিৎ); **অর্হণেন**—উপহার দ্বারা; **অম্বরৈঃ**—বসন; **দিব্যৈঃ**—দিব্য; **গন্ধ**—সুগন্ধি চন্দন অবলেপন; **স্রক্**—পুষ্পমাল্য; **ভূষণ**—এবং অলঙ্কার; **উত্তমৈঃ**—উত্তম; **অর্চিত্বা**—অর্চনা করে; **শিরসা**—তাঁর মস্তক দ্বারা; **আনম্য**—প্রণাম করে; **পাদৌ**—(শ্রীকৃষ্ণের) পাদদ্বয়; **অঙ্ক**—তাঁর ক্রোড়ে; **গতৌ**—স্থাপন করে; **মৃজন্**—মর্দন করতে করতে; **প্রশ্রয়**—বিনয়ের সঙ্গে; **অবনতঃ**—তাঁর মস্তক নত করে; **অক্রূরঃ**—অক্রূর; **কৃষ্ণ-রামৌ**—কৃষ্ণ ও বলরামকে; **অভাষত**—বললেন।

অনুবাদ

হে রাজন, অক্রূর শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীবলরামের পাদ-প্রক্ষালন করলেন এবং তারপর সেই স্নাত জল তাঁর নিজ মস্তকে ঢাললেন। তিনি তাঁদের উত্তম বস্ত্র, সুগন্ধি চন্দন পিষ্টক, পুষ্পমাল্য এবং অপূর্ব অলঙ্কার যুক্ত উপহার প্রদান করলেন। এইভাবে সেই দুই ভগবানকে অর্চনা করার পর, তিনি ভূমিতে তাঁর মস্তক অবনত করলেন। এরপর তিনি তাঁর ক্রোড়ে শ্রীকৃষ্ণের পাদদ্বয় স্থাপন করে মর্দন করতে লাগলেন এবং বিনয়ের সঙ্গে তাঁর মস্তক অবনত করে কৃষ্ণ ও বলরামের উদ্দেশ্যে বলতে লাগলেন।

শ্লোক ১৭

দিষ্ট্যা পাপো হতঃ কংসঃ সানুগো বামিদং কুলম্ ।
ভবদ্ভ্যামুদ্ধৃতং কৃচ্ছ্রাদ্দুরন্তাচ্চ সমেধিতম্ ॥ ১৭ ॥

দিষ্ট্যা—সৌভাগ্যের দ্বারা; পাপঃ—পাপী; হতঃ—নিহত; কংসঃ—কংস; স-অনুগঃ—তাঁর ভ্রাতা ও অন্যান্য অনুচরগণ সহ; বাম্—আপনাদের; ইদম্—এই; কুলম্—কুল; ভবদ্ভ্যাম্—আপনাদের দুজনের দ্বারা; উদ্ধৃতম্—উদ্ধার হয়েছে; কৃচ্ছ্রাৎ—কষ্ট হতে; দুরন্তাৎ—অন্তহীন; চ—এবং; সমেধিতম্—সমৃদ্ধ হয়েছে।

অনুবাদ

[অক্রূর বললেন—] এটি আমাদের সৌভাগ্য যে, আপনারা দুই ভগবান পাপী কংস ও তার অনুচরদের হত্যা করেছেন; এইভাবে আপনাদের কুলকে অন্তহীন কষ্ট থেকে উদ্ধার করেছেন এবং সমৃদ্ধ করেছেন।

শ্লোক ১৮

যুবাং প্রধানপুরুষৌ জগদ্ধেতূ জগন্ময়ৌ ।
ভবদ্ভ্যাং ন বিনা কিঞ্চিৎ পরমস্তি ন চাপরম্ ॥ ১৮ ॥

যুবাম্—আপনারা দু'জন; প্রধান-পুরুষৌ—আদি পুরুষ; জগৎ—জগতের; হেতূ—কারণ; জগৎ-ময়ৌ—জগৎ হতে অভিন্ন; ভবদ্ভ্যাম্—আপনার চেয়ে; ন—না; বিনা—ব্যতীত; কিঞ্চিৎ—কোন; পরম্—কারণ; অস্তি—বিদ্যমান; ন চ—কিম্বা; অপরম্—কার্য।

অনুবাদ

আপনারা উভয়েই পরম পুরুষোত্তম, জগৎ ও তার সৃষ্টিসমূহের কারণ। আপনাদের ছাড়া সামান্যতম কারণ বা সৃষ্টির প্রকাশিত পদার্থ অস্তিত্বহীন।

তাৎপর্য

তাঁদের বংশকে রক্ষা করার জন্য কৃষ্ণ ও বলরামের স্তুতি করার পর, অক্রুর এখন উল্লেখ করছেন যে, প্রকৃতপক্ষে ভগবানের জড় সম্পর্ক যুক্ত কোন সামাজিক বা রাজনৈতিক ভিত্তি নেই। তিনিই আদি পুরুষোত্তম, সমগ্র জগতের মঙ্গলের জন্য তাঁর লীলা সম্পাদন করছেন।

শ্লোক ১৯

আত্মসৃষ্টমিদং বিশ্বমন্বাবিশ্য স্বশক্তিভিঃ ।
ঈয়তে বহুধা ব্রহ্মন্ শ্রুতপ্রত্যক্ষগোচরম্ ॥ ১৯ ॥

আত্ম-সৃষ্টম্—আপনার দ্বারা সৃষ্ট; **ইদম্**—এই; **বিশ্বম্**—বিশ্ব; **অন্বাবিশ্য**—অনুপ্রবেশ করে; **স্ব**—আপনার আপন; **শক্তিভিঃ**—শক্তিসমূহের সঙ্গে; **ঈয়তে**—প্রতীয়মান রয়েছেন; **বহুধা**—বহুবিধ; **ব্রহ্মন্**—হে ব্রহ্মন; **শ্রুত**—শাস্ত্র হতে শ্রবণের দ্বারা; **প্রত্যক্ষ**—প্রত্যক্ষ; **গোচরম্**—জ্ঞাত।

অনুবাদ

হে পরম ব্রহ্মণ, আপনার আপন শক্তিসমূহ দ্বারা আপনি এই ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করেন এবং তারপর সেখানে প্রবিষ্ট হন। এইভাবে শাস্ত্র হতে শ্রুত হয়ে বা প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার দ্বারা কেউ বহুবিধরূপে আপনাকে অনুধাবন করতে পারে।

তাৎপর্য

শ্রুত-প্রত্যক্ষ-গোচরম্ কথাটির ব্যাকরণগত তাৎপর্য, ক্লীব বাচক, *আত্মসৃষ্টমিদং বিশ্বম্* নির্দেশ করছে যে, ভগবান তাঁর সৃষ্টির মধ্যে তাঁর শক্তিসমূহ নিয়ে প্রবেশের দ্বারা নিজেকে ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে অনুধাবনীয় করে তোলেন। সমগ্র ভাগবত জুড়ে এবং অন্যান্য স্বীকৃত বৈদিক সাহিত্য সমূহ থেকে অন্যান্য সকল বস্তুর উপর ভগবানের সমান্তরাল প্রভুত্ব এবং তাদের সঙ্গে তাঁর অভিন্নতার বর্ণনা আমরা প্রায়ই দেখে থাকি। বৈদিক সাহিত্য থেকে আমরা সঠিক কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারতাম না যদি না কেউ দৃঢ় রূপে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর *অচিন্ত্য ভেদাভেদ* তত্ত্ব প্রচার করতেন। তা হল, পরম ব্রহ্ম সমস্ত কিছুর থেকে স্বতন্ত্র এবং বৃহত্তর (কারণ তিনি সমস্ত কিছুর সর্বশক্তিমান স্রষ্টা ও নিয়ন্তা) এবং একই সাথে সমস্ত কিছুর সঙ্গে একাত্ম হয়ে রয়েছেন (কারণ বিরাজমান সমস্ত কিছুই তাঁর আপন শক্তির প্রকাশ)।

শ্রীমদ্ভাগবতের এই সকল অধ্যায়গুলিতে পরিব্যাপ্ত এই মহৎ বৈদিক সাহিত্য সৃষ্টির একটি চমৎকার, অসাধারণ বৈশিষ্ট্যও আমরা নিরীক্ষণ করি। গোপীদের কাছে কৃষ্ণ তাঁর বার্তা প্রদান করার ক্ষেত্রেই হোক, বা অক্রুরের প্রার্থনা গ্রহণ করার

প্রসঙ্গেই হোক, এই শাস্ত্রসম্ভারের মধ্যে নিরন্তর দার্শনিক আলোচনা রয়েছে। মনোরম লীলাসমূহের বর্ণনার সাথে অবিচ্ছিন্নভাবে উপস্থাপিত পারমার্থিক দর্শনের সুবদ্ধ সমন্বয় সমগ্র *ভাগবতের* অনন্য বৈশিষ্ট্য। ভগবান ও তাঁর জীবন্মুক্ত পার্ষদবর্গের অপ্রাকৃত ভাব অভিব্যক্তি ক্ষণমাত্র দর্শনের, এমনকি তা আস্বাদনেরও সুযোগ আমরা পেয়েছি এবং তবুও অবিরত তাঁদের শুদ্ধ সত্তাগত মর্যাদা আমাদের স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয়েছে যাতে চটুল মানবিক ধারণার বশবর্তী আমরা না হতে পারি। তাই, এই শাস্ত্র রচনার গুণবৈশিষ্ট্যের সাথে যথার্থই সুসন্নিবিষ্টভাবে উপস্থাপিত হয়েছে যে, অক্রুর তাঁর পরমানন্দময় ভাবাবেশে শ্রীভগবানকে সুনির্দিষ্ট দার্শনিক ভাবব্যঞ্জনাময় প্রার্থনার মাধ্যমে মহিমান্বিত করেছেন।

শ্লোক ২০

যথা হি ভূতেষু চরাচরেষু
মহ্যাদয়ো যোনিষু ভান্তি নানা ।
এবং ভবান্ কেবল আত্মযোনিষু
আত্মাত্মতন্ত্রো বহুধা বিভাতি ॥ ২০ ॥

যথা—যথা; **হি**—বস্তুত; **ভূতেষু**—প্রকাশিত বস্তুর মধ্যে; **চর**—জঙ্গম; **অচরেষু**—স্থাবর; **মহী-আদয়ঃ**—ভূমি প্রভৃতি (সৃষ্টির প্রাথমিক উপাদান); **যোনিষু**—জীবসমূহে; **ভান্তি**—প্রকাশিত হয়; **নানা**—নানা; **এবম্**—তেমনই; **ভবান্**—আপনি; **কেবলঃ**—একাকী; **আত্ম**—আপনি স্বয়ং; **যোনিষু**—সেই উৎস সমূহে; **আত্মা**—পরমাত্মা; **আত্ম-তন্ত্রঃ**—স্বতন্ত্র; **বহুধা**—নানারূপে; **বিভাতি**—প্রকাশিত হন।

অনুবাদ

ঠিক যেমন সৃষ্টির প্রাথমিক উপাদানগুলি—ভূমি প্রভৃতি—স্থাবর, জঙ্গমরূপ জীবনের সকল জীবের মধ্যে প্রভূত বৈচিত্র্যে নিজেদের প্রকাশিত করে, তেমনই আপনি, স্বতন্ত্র পরমাত্মা, আপনার সৃষ্টির বিভিন্ন বিষয়ের মধ্যে নানারূপে প্রকাশিত হন।

শ্লোক ২১

সৃজস্যথো লুম্পসি পাসি বিশ্বং
রজস্তমঃসত্ত্বগুণৈঃ স্বশক্তিভিঃ ।
ন বধ্যসে তদ্‌গুণকর্মভির্বা
জ্ঞানাত্মনস্তে ক্ব চ বন্ধহেতুঃ ॥ ২১ ॥

সৃজসি—আপনি সৃষ্টি করেন; **অথ উ**—এবং তারপর; **লুম্পসি**—আপনি সংহার করেন; **পাসি**—আপনি পালন করেন; **বিশ্বম্**—বিশ্ব; **রজঃ**—রাজসিক রূপে পরিচিত; **তমঃ**—তামসিক; **সত্ত্ব**—এবং সাত্ত্বিক; **গুণৈঃ**—গুণসমূহ দ্বারা; **স্ব-শক্তিভিঃ**—আপনার নিজ শক্তিসমূহ; **ন বধ্যসে**—আপনি বদ্ধ নন; **তৎ**—এই জগতের; **গুণ**—গুণসমূহ দ্বারা; **কর্মভিঃ**—জড় কার্যাবলী দ্বারা; **বা**—বা; **জ্ঞান-আত্মনঃ**—যিনি জ্ঞানাত্মা স্বয়ং; **তে**—আপনার জন্য; **ক্ব চ**—কোথায়; **বন্ধ**—বন্ধনের; **হেতুঃ**—কারণ।

অনুবাদ

সত্ত্ব, রজ ও তমগুণ—আপনার স্বীয় শক্তিসমূহ দ্বারা আপনি এই জগতের সৃষ্টি, পালন ও বিনাশও করেন—তবুও আপনি সেই গুণসমূহ দ্বারা বা তাদের উৎপন্ন কার্যাবলীর দ্বারা কখনও আবদ্ধ হন না। যেহেতু আপনি সকল জ্ঞানের প্রকৃত উৎস, তাই কীসের কারণেই-বা আপনি মায়ার দ্বারা বদ্ধ হতে পারেন?

তাৎপর্য

জ্ঞানাত্মনস্ তে ক্ব চ বন্ধহেতুঃ, "যেহেতু আপনি জ্ঞানের প্রতিষ্ঠা করেছেন, তাই কীসের কারণে আপনি মায়ার দ্বারা বদ্ধ হতে পারেন?", এই বাক্যটি সংশয়াতীতভাবে প্রতিপন্ন করছে যে, সর্বজ্ঞ ভগবান কখনও ভ্রান্তিবশত মায়াগ্রস্ত হন না। তাই, নির্বিশেষবাদী তত্ত্ব অনুযায়ী আমরা যে সকলেই ভগবান কিন্তু তা ভুলে গেছি বলে এখন মায়াগ্রস্ত হয়েছি—এই ভাবধারা, এখানে *শ্রীমদ্ভাগবতমের* পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায় খণ্ডন করা হয়েছে।

শ্লোক ২২

দেহাদ্যুপাধেরনিরূপিতত্বাদ্
ভবো ন সাক্ষান্ন ভিদাত্মনঃ স্যাৎ ।
অতো ন বন্ধস্তব নৈব মোক্ষঃ
স্যাতাং নিকামস্ত্বয়ি নোঽবিবেকঃ ॥ ২২ ॥

দেহ—দেহের; **আদি**—প্রভৃতি; **উপাধেঃ**—জড়জাগতিক নামে অভিহিত আচ্ছাদন; **অনিরূপিতত্বাৎ**—নিরূপিত না হওয়ার জন্য; **ভবঃ**—জন্ম; **ন**—না; **সাক্ষাৎ**—আক্ষরিক; **ন**—না; **ভিদা**—ভেদ; **আত্মনঃ**—পরমাত্মার; **স্যাৎ**—স্বরূপতঃ; **অতঃ**—সুতরাং; **ন**—না; **বন্ধঃ**—বন্ধন; **তব**—আপনার; **ন এব**—না, প্রকৃতপক্ষে; **মোক্ষঃ**—মুক্তি; **স্যাতাম্**—যদি তারা ঘটে; **নিকামঃ**—আপনার যদৃচ্ছা মতো; **ত্বয়ি**—আপনার সম্বন্ধে; **নঃ**—আমাদের; **অবিবেকঃ**—ভ্রমপূর্ণ বিচার।

অনুবাদ

যেহেতু কখনও যুক্তিসহকারে প্রমাণিত হয় নি যে, আপনি কোন জড়জাগতিক দেহরূপী নামে আচ্ছাদিত রয়েছেন, তাই অবশ্যই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে যে, আপনার ক্ষেত্রে আক্ষরিক অর্থে কোন জন্মও নেই, স্বরূপতঃ জন্মভেদও নেই। সুতরাং আপনি কখনই বন্ধন বা মুক্তির অধীনস্থ হন না এবং আপনি তেমনভাবে প্রতিভাত হলেও, সেটি একান্তই আপনার অভিলাষের ফলে, অথবা নিতান্তই আমাদের বিচার-বিবেচনার অভাবে, আমরা সেইভাবে আপনাকে দর্শন করে থাকি।

তাৎপর্য

কেন ভগবান জড় রূপ দ্বারা আচ্ছাদিত হয়ে আবির্ভূত হন বা মনুষ্যরূপে জন্মগ্রহণ করেন, অক্রূর এখানে তার দুটি কারণ উল্লেখ করেছেন। প্রথমত, ভগবান কৃষ্ণ যখন তাঁর লীলা সম্পাদন করেন, তাঁর প্রেমময়ী ভক্তবৃন্দ তাঁকে তাদের প্রিয়তম পুত্র, বন্ধু, প্রিয়তম ইত্যাদি রূপে মনে করেন। এই প্রেমময়ীভাব আদানপ্রদানের ক্ষেত্রে, তাঁরা কৃষ্ণকে ভগবান বলে মনে করেন না। উদাহরণস্বরূপ, শ্রীকৃষ্ণের প্রতি অসাধারণ প্রেম-ভালবাসার জন্য মা যশোদা দুঃশ্চিন্তা করতেন যে, শ্রীকৃষ্ণ বনে গিয়ে আঘাত পাবেন। তিনি যে সেইভাবে অনুভব করেন, সেটিই ভগবানের ইচ্ছা, যা *নিকামঃ* শব্দটির দ্বারা এখানে বোঝানো হয়েছে। ভগবান যে জড়জাগতিক রূপ নিয়ে আবির্ভূত হতে পারেন, তার দ্বিতীয় কারণটি এখানে *অবিবেকঃ* শব্দটির মাধ্যমে নির্দেশ করা হয়েছে—নিতান্তই অজ্ঞতার জন্য, বিচারবোধের অভাবে, পরমেশ্বর ভগবানের মর্যাদা মানুষ ভুল বুঝতে পারে। *ভাগবতের* একাদশ স্কন্ধে, উদ্ধবের সঙ্গে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের আলোচনায়, ভগবান বিস্তৃতভাবে বর্ণনা করেছেন যে, তাঁর চিন্ময় অবস্থান বন্ধন ও মুক্তির অতীত। বৈদিক সাহিত্যে বলা হয়েছে, *দেহ-দেহি-বিভাগোঽয়ং নেশ্বরে বিদ্যতে ক্বচিৎ*, অর্থাৎ 'ভগবানের আত্মা ও দেহে কখনও পার্থক্য নেই'। পরোক্ষভাবে, শ্রীকৃষ্ণের দেহ শাশ্বত নিত্য, চিন্ময়, সর্বজ্ঞ এবং তা সকল আনন্দের পরিপূর্ণ আধার।

শ্লোক ২৩

ত্বয়োদিতোঽয়ং জগতো হিতায়
যদা যদা বেদপথঃ পুরাণঃ ।
বাধ্যেত পাষণ্ডপথৈরসদ্ভিস্
তদা ভবান্ সত্ত্বগুণং বিভর্তি ॥ ২৩ ॥

ত্বয়া—আপনার দ্বারা; **উদিতঃ**—প্রকাশিত; **অয়ম্**—এই; **জগতঃ**—ব্রহ্মাণ্ডের; **হিতায়**—মঙ্গলের জন্য; **যদা যদা**—যে যে সময়ে; **বেদ**—বৈদিক শাস্ত্রের; **পথঃ**—ধর্মের পথ; **পুরাণঃ**—প্রাচীন; **বাধ্যেত**—ব্যাহত হয়; **পাষণ্ড**—পাষণ্ডের; **পথৈঃ**—পথ অনুসরণকারীদের দ্বারা; **অসদ্ভিঃ**—অসৎ ব্যক্তিরা; **তদা**—সেই সময়; **ভবান্**—আপনি; **সত্ত্ব-গুণম্**—শুদ্ধসত্ত্বে; **বিভর্তি**—আবির্ভূত হন।

অনুবাদ

সমস্ত বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের মঙ্গলের জন্য বেদের সুপ্রাচীন ধর্মীয় পথ আপনিই প্রথমে উদ্ভাসিত করেছেন। যখনই সেই পথ নিরীশ্বরবাদের পথ অনুসরণকারী অসৎ ব্যক্তিদের দ্বারা বাধা প্রাপ্ত হয়, তখনই আপনি অপ্রাকৃত শুদ্ধসত্ত্বে আপনার কোনও এক অবতার রূপ ধারণ করেন।

শ্লোক ২৪

স ত্বং প্রভোঽদ্য বসুদেবগৃহেঽবতীর্ণঃ
স্বাংশেন ভারমপনেতুমিহাসি ভূমেঃ ।
অক্ষৌহিণীশতবধেন সুরেতরাংশ-
রাজ্ঞামমুষ্য চ কুলস্য যশো বিতন্বন্ ॥ ২৪ ॥

সঃ—তিনি; **ত্বম্**—আপনি; **প্রভো**—হে প্রভু; **অদ্য**—এখন; **বসুদেবগৃহে**—বসুদেবের গৃহে; **অবতীর্ণঃ**—অবতীর্ণ হয়েছেন; **স্ব**—আপনার নিজের; **অংশেন**—প্রত্যক্ষ অংশপ্রকাশ (শ্রীবলরাম); **ভারম্**—ভার; **অপনেতুম্**—দূর করার জন্য; **ইহ**—এখানে; **অসি**—আপনি; **ভূমেঃ**—ভূমির; **অক্ষৌহিণী**—সৈন্যদের; **শত**—শত শত; **বধেন**—হত্যার দ্বারা; **সুর-ইতর**—দেবতাদের বিরোধীদের; **অংশ**—অংশ; **রাজ্ঞাম্**—রাজাদের; **অমুষ্য**—এর; **চ**—এবং; **কুলস্য**—বংশ, (যদুর বংশধরগণের); **যশঃ**—যশ; **বিতন্বন্**—বিতরণ করছেন।

অনুবাদ

হে প্রভু, আপনিই সেই ভগবান, এখন বসুদেবের গৃহে আপনার অংশপ্রকাশসহ আবির্ভূত হয়েছেন। আপনি, দেবতাদের শত্রুদের স্বাংশপ্রকাশ রাজাদের নেতৃত্বাধীন শত শত সৈন্যদের হত্যা করে ভূ-ভার দূর করার জন্য এবং আমাদের বংশের যশ প্রচারের জন্যও, এখন অবতরণ করেছেন।

তাৎপর্য

সুরেতরাংশ-রাজ্ঞম্ কথাটি ইঙ্গিত করছে যে, কৃষ্ণ দ্বারা নিহত আসুরিক রাজারা ছিল প্রকৃতপক্ষে দেবতাদের শত্রুদের অবতার বা স্বাংশ প্রকাশ। *মহাভারতে* এই সত্যটি বিস্তৃতরূপে বর্ণনা করা হয়েছে, যা আসুরিক রাজাদের যথাযথ পরিচয়সমূহ প্রকাশ করে।

শ্লোক ২৫

অদ্যেশ নো বসতয়ঃ খলু ভূরিভাগা
যঃ সর্বদেবপিতৃভূতনৃদেবমূর্তিঃ ।
যৎপাদশৌচসলিলং ত্রিজগৎ পুনাতি
স ত্বং জগদ্গুরুরধোক্ষজ যাঃ প্রবিষ্টঃ ॥ ২৫ ॥

অদ্য—আজ; **ঈশ**—হে ভগবান; **নঃ**—আমাদের; **বসতয়ঃ**—গৃহ; **খলু**—বস্তুত; **ভূরি**—অত্যন্ত; **ভাগাঃ**—সৌভাগ্য; **যঃ**—যিনি; **সর্ব-দেব**—ভগবান; **পিতৃ**—পিতৃপুরুষ; **ভূত**—সকল জীব; **নৃ**—মানুষ; **দেব**—এবং দেবতা; **মূর্তিঃ**—মূর্তি; **যৎ**—যাঁদের; **পাদ**—চরণদ্বয়; **শৌচ**—ধৌত; **সলিলম্**—জল (গঙ্গানদীর); **ত্রি-জগৎ**—ত্রি-ভুবন; **পুনাতি**—পবিত্র করে; **সঃ**—তিনি; **ত্বম্**—আপনি; **জগৎ**—ব্রহ্মাণ্ডের; **গুরুঃ**—গুরু; **অধোক্ষজ**—হে জড় ইন্দ্রিয়ের উপলব্ধির অতীত; **যাঃ**—যা; **প্রবিষ্টঃ**—প্রবেশ করে।

অনুবাদ

হে প্রভু, আজ আমার গৃহ অত্যন্ত ধন্য হয়েছে, কারণ আপনি এখানে প্রবেশ করেছেন। পরম সত্যরূপে, আপনি পিতৃপুরুষ, জীব, মনুষ্য ও দেবতা-মূর্তি, এবং আপনার পাদধৌত জল ত্রিভুবনকে পবিত্র করছে। প্রকৃতপক্ষে, হে অধোক্ষজ, আপনি জগদ্গুরু।

তাৎপর্য

শ্রীল শ্রীধর স্বামী অক্রূরের অনুভূতিগুলি সুন্দরভাবে অনুবাদ করেছেন, যেমন—অক্রূর বললেন, "হে প্রভু, যদিও আমি একজন গৃহী, আজ আমার গৃহ তপোবনের চেয়েও অধিক পবিত্র হয়েছে। কেন? কারণ, কেবলমাত্র আপনি আমার গৃহে প্রবেশ করেছেন। প্রকৃতপক্ষে, আপনি গৃহে বাসকারী জীবসমূহের অবশ্যম্ভাবী অমঙ্গলের প্রতিকারের জন্য গৃহস্থের অবশ্য করণীয় দৈনন্দিন পঞ্চযজ্ঞের অধীশ্বরগণের বিগ্রহস্বরূপ। এই সকল সৃষ্টির পশ্চাতে আপনিই পারমার্থিক সত্য এবং এখন আপনি আমার গৃহে প্রবেশ করেছেন।"

গৃহস্থের জন্য নির্দেশিত পাঁচটি দৈনন্দিন যজ্ঞ হচ্ছে, (১) বেদ অধ্যয়ন দ্বারা ব্রহ্ম যজ্ঞ; (২) পিণ্ডদান দ্বারা পিতৃযজ্ঞ, (৩) আহারের একটি অংশ থালার একপাশে সরিয়ে রেখে সকল জীবের জন্য যজ্ঞ, (৪) আতিথ্য প্রদানের দ্বারা মনুষ্যের প্রতি যজ্ঞ এবং (৫) অগ্নি যজ্ঞ সম্পাদনের দ্বারা দেবতাদের প্রতি যজ্ঞ, প্রভৃতি।

শ্লোক ২৬

কঃ পণ্ডিতস্ত্বদপরং শরণং সমীয়াদ্
ভক্তপ্রিয়াদৃতগিরঃ সুহৃদঃ কৃতজ্ঞাৎ ।
সর্বান্ দদাতি সুহৃদো ভজতোঽভিকামান্
আত্মানমপ্যুপচয়াপচয়ৌ ন যস্য ॥ ২৬ ॥

কঃ—কোন; **পণ্ডিতঃ**—পণ্ডিত; **ত্বৎ**—আপনাকে ছাড়া; **অপরম্**—অন্যকে; **শরণম্**—আশ্রয়ের জন্য; **সমীয়াৎ**—গমন করবে; **ভক্ত**—আপনার ভক্তবৃন্দের প্রতি; **প্রিয়াৎ**—স্নেহপ্রবণ; **ঋত**—সর্বদা সত্য; **গিরঃ**—যার বাক্য; **সুহৃদঃ**—শুভানুধ্যায়ী; **কৃত-জ্ঞাৎ**—কৃতজ্ঞ; **সর্বান্**—সকল কিছু; **দদাতি**—আপনি প্রদান করেন; **সুহৃদঃ**—আপনার শুভাকাঙ্ক্ষী ভক্তবৃন্দকে; **ভজতঃ**—আপনাকে ভজনরত; **অভিকামান্**—ইচ্ছা করে; **আত্মানম্**—নিজেকে; **অপি**—ও; **উপচয়**—বৃদ্ধি-বিকাশ; **অপচয়ৌ**—কিম্বা হ্রাস; **ন**—কখনও না; **যস্য**—যার।

অনুবাদ

আপনার ভক্তবৃন্দের প্রতি আপনি স্নেহপ্রবণ, কৃতজ্ঞ ও যথার্থ শুভানুধ্যায়ী, তাই, আপনাকে ছাড়া অন্য কার কাছে আশ্রয়ের জন্য কোনও পণ্ডিত ব্যক্তি যাবে? যাঁরা ঐকান্তিক সখ্যতায় আপনার অর্চনা করেন, আপনি তাঁদের কাঙ্ক্ষিত সমস্ত কিছুই, এমন কি আপনার আপন সত্তাকেও প্রদান করেন, যদিও আপনি কখনই বৃদ্ধি পান না বা হ্রাসও পান না।

তাৎপর্য

এই শ্লোকটি ভগবান ও তাঁর ভক্তবৃন্দ উভয়কেই *সুহৃদ*, 'শুভাকাঙ্ক্ষী' রূপে বর্ণনা করছে। ভগবান তাঁর ভক্তের শুভাকাঙ্ক্ষী এবং ভক্তও অনুরাগবশত ভগবানের সকল সুখ আকাঙ্ক্ষা করে। এই জগতেও অত্যধিক প্রেম-ভালবাসা কখনও বা অনাবশ্যক উদ্বেগ-উৎকণ্ঠারই সৃষ্টি করে। যেমন, আমরা প্রায়ই লক্ষ্য করি যে, বয়ঃপ্রাপ্ত সন্তানের জন্য মায়ের স্নেহময় উৎকণ্ঠার যথার্থতা সব ক্ষেত্রে সন্তানের বাস্তবিক বিপদ-আপদের পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করা চলে না।

তেমনই, কোনও শুদ্ধ ভক্ত সকল সময়েই শ্রীকৃষ্ণের জন্য প্রেমময়ী চিন্তা অনুভব করেন, যেমন মা যশোদার উদাহরণ দেওয়া হয়েছে, যিনি কেবলমাত্র তাঁর সুন্দর পুত্ররূপেই কৃষ্ণকে মনে করতে পারতেন।

শ্রীকৃষ্ণ অক্রূরকে কথা দিয়েছিলেন যে, কংসকে হত্যার পর তিনি তাঁর গৃহে আগমন করবেন এবং এখন ভগবান তাঁর সেই কথা রাখলেন। অক্রূর তা হৃদয়ঙ্গম

করে ভগবানকে *ঋত-গিরঃ*, "যিনি তাঁর কথায় সত্যবদ্ধ", বলে বন্দনা করলেন। ভগবান কৃত-জ্ঞ, তাঁর ভক্ত যত সামান্য পূজাই করুন, তিনি তাঁর জন্য কৃতজ্ঞ, থাকেন এবং ভক্ত তা ভুলে গেলেও, ভগবান ভোলেন না।

শ্লোক ২৭

দিষ্ট্যা জনার্দন ভবানিহ নঃ প্রতীতো
যোগেশ্বরৈরপি দুরাপগতিঃ সুরেশৈঃ ।
ছিন্ধ্যাশু নঃ সুতকলত্রধনাপ্তগেহ-
দেহাদিমোহরশনাং ভবদীয়মায়াম্ ॥ ২৭ ॥

দিষ্ট্যা—সৌভাগ্য দ্বারা; **জনার্দন**—হে কৃষ্ণ; **ভবান্**—আপনি; **ইহ**—এখানে; **নঃ**—আমাদের দ্বারা; **প্রতীতঃ**—প্রতীয়মান; **যোগ-ঈশ্বরৈঃ**—যোগেশ্বর দ্বারা; **অপি**—এমন কি; **দুরাপ-গতিঃ**—দুর্জ্ঞেয়; **সুর-ঈশৈঃ**—এবং দেবেন্দ্রগণের দ্বারা; **ছিন্ধি**—ছেদন করুন; **আশু**—সত্বর; **নঃ**—আমাদের; **সুত**—পুত্রের জন্য; **কলত্র**—পত্নী; **ধন**—ধন; **আপ্ত**—সুযোগ্য বন্ধু; **গেহ**—গৃহ; **দেহ**—দেহ; **আদি**—প্রভৃতি; **মোহ**—মোহের; **রশনাম্**—রজ্জুসমূহ; **ভবদীয়**—আপনার আপন; **মায়াম্**—মায়া শক্তি।

অনুবাদ

হে জনার্দন, আমাদের মহা সৌভাগ্যের দ্বারা এখন আপনি আমাদের দৃষ্টিগোচর হয়েছেন, কারণ যোগেশ্বরগণ এবং দেবেন্দ্রগণও অতি কষ্টের দ্বারা কেবল এই লক্ষ্য অর্জন করতে পারেন। হে প্রভু, কৃপা করে আমাদের স্ত্রী-পুত্র, ধন, স্বজন ও গৃহ-দেহাদির মোহবন্ধন সত্বর ছেদন করুন। এই সকল আসক্তি আপনারই মায়াশক্তি জাত।

শ্লোক ২৮

ইত্যর্চিতঃ সংস্তুতশ্চ ভক্তেন ভগবান্ হরিঃ ।
অক্রূরং সস্মিতং প্রাহ গীর্ভিঃ সম্মোহয়ন্নিব ॥ ২৮ ॥

ইতি—এইভাবে; **অর্চিতঃ**—অর্চিত; **সংস্তুতঃ**—উচ্ছ্বসিতরূপে স্তুত; **চ**—এবং; **ভক্তেন**—তাঁর ভক্ত দ্বারা; **ভগবান্**—ভগবান; **হরিঃ**—কৃষ্ণ; **অক্রূরম্**—অক্রূরকে; **স-স্মিতম্**—সহাস্যে; **প্রাহ**—তিনি বললেন; **গীর্ভিঃ**—তাঁর বাক্যের দ্বারা; **সম্মোহয়ন্**—সম্পূর্ণ মোহিত করে; **ইব**—প্রায়।

অনুবাদ

[শুকদেব গোস্বামী আরও বললেন—] এইভাবে তাঁর ভক্ত দ্বারা অর্চিত এবং সম্যক্‌ভাবে বন্দিত হয়ে, ভগবান শ্রীহরি তাঁর বাক্য দ্বারা সম্পূর্ণ মোহিত করে অক্রূরকে সহাস্যে বললেন।

শ্লোক ২৯

শ্রীভগবানুবাচ

ত্বং নো গুরুঃ পিতৃব্যশ্চ শ্লাঘ্যো বন্ধুশ্চ নিত্যদা ।
বয়ং তু রক্ষ্যা পোষ্যাশ্চ অনুকম্প্যাঃ প্রজা হি বঃ ॥ ২৯ ॥

শ্রীভগবান্ উবাচ—পরমেশ্বর ভগবান বললেন; **ত্বম্**—আপনি; **নঃ**—আমাদের; **গুরুঃ**—গুরু; **পিতৃব্যঃ**—পিতৃব্য; **চ**—এবং; **শ্লাঘ্যঃ**—শ্লাঘ্য; **বন্ধুঃ**—বন্ধু; **চ**—এবং; **নিত্যদা**—সর্বদা; **বয়ম্**—আমরা; **তু**—অপরপক্ষে; **রক্ষ্যাঃ**—রক্ষণীয়; **পোষ্যাঃ**—পালনীয়; **চ**—এবং; **অনুকম্প্যাঃ**—অনুকম্পা প্রদর্শনের; **প্রজাঃ**—নির্ভরশীল; **হি**—বস্তুত; **বঃ**—আপনার।

অনুবাদ

শ্রীভগবান বললেন—আপনি আমাদের গুরু, পিতৃব্য ও প্রশংসনীয় বন্ধু, এবং আপনার পুত্রের মতোই আমরা সর্বদা আপনার সুরক্ষা, পালন ও অনুকম্পার উপর নির্ভরশীল।

শ্লোক ৩০

ভবদ্বিধা মহাভাগা নিষেব্যা অর্হসত্তমাঃ ।
শ্রেয়স্কামৈর্নৃভির্নিত্যং দেবাঃ স্বার্থা ন সাধবঃ ॥ ৩০ ॥

ভবৎ-বিধাঃ—আপনার মতো; **মহা-ভাগাঃ**—সুমহান; **নিষেব্যাঃ**—সেব্যতম; **অর্হ**—পূজনীয়গণের; **সৎ-তমাঃ**—পরম সাধুসুলভ; **শ্রেয়ঃ**—মঙ্গল; **কামৈঃ**—যাঁরা আকাঙ্ক্ষা করেন; **নৃভিঃ**—মানুষের দ্বারা; **নিত্যম্**—সর্বদা; **দেবাঃ**—দেবতাগণ; **স্ব-অর্থাঃ**—তাঁদের ব্যক্তিগত স্বার্থ-সচেতন; **ন**—তেমন নয়; **সাধবঃ**—সাধুসুলভ ভক্তগণ।

অনুবাদ

আপনার মতো সুমহান মানুষেরাই প্রকৃত সেব্য এবং জীবনের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষীদের পরম পূজনীয়। সাধারণ দেবতারা তাঁদের আপন স্বার্থ সচেতন, কিন্তু সাধুসুলভ ভক্তেরা কখনও তেমন নন।

তাৎপর্য

কার্যত দেবতারা জাগতিক মঙ্গল প্রদান করতে পারেন, অপরপক্ষে জীবনের প্রকৃত সার্থকতা তথা কৃষ্ণভাবনামৃত প্রদানের শক্তি ভগবানের সাধু-ভক্তগণেরই রয়েছে। তাই, শ্রীকৃষ্ণ এখানে তাঁর পিতৃব্য অক্রূরের প্রতি যে শ্রদ্ধাভাব পোষণ করেন, তা সুদৃঢ় করছেন।

শ্লোক ৩১

ন হ্যম্ময়ানি তীর্থানি ন দেবা মৃচ্ছিলাময়াঃ ।
তে পুনন্ত্যুরুকালেন দর্শনাদেব সাধবঃ ॥ ৩১ ॥

ন—না; **হি**—বস্তুত; **অপ্-ময়ানি**—জলময়; **তীর্থানি**—তীর্থ স্থানসমূহ; **ন**—তেমন নয়; **দেবাঃ**—বিগ্রহসমূহ; **মৃৎ**—মৃত্তিকার; **শিলা**—এবং শিলা; **ময়াঃ**—নির্মিত; **তে**—তারা; **পুনন্তি**—পবিত্র করে; **উরু-কালেন**—দীর্ঘকাল পরে; **দর্শনাৎ**—দর্শনের দ্বারা; **এব**—কেবলমাত্র; **সাধবঃ**—সাধুগণ।

অনুবাদ

কেউ অস্বীকার করতে পারে না যে, পবিত্র নদ-নদী সমন্বিত তীর্থস্থানগুলি রয়েছে, অথবা মৃত্তিকা ও শিলা নির্মিত বিগ্রহরূপে দেবতারা আবির্ভূত হন। কিন্তু এই সমস্তকিছুই কেবলমাত্র দীর্ঘকাল পরে আত্মাকে পবিত্র করে, অথচ সাধু ব্যক্তিদের কেবল দর্শন ফলেই পবিত্র হওয়া যায়।

শ্লোক ৩২

স ভবান্ সুহৃদাং বৈ নঃ শ্রেয়ান্ শ্রেয়শ্চিকীর্ষয়া ।
জিজ্ঞাসার্থং পাণ্ডবানাং গচ্ছস্ব ত্বং গজাহ্বয়ম্ ॥ ৩২ ॥

সঃ—সেই ব্যক্তি; **ভবান্**—আপনি; **সুহৃদাম্**—সুহৃদগণের মধ্যে; **বৈ**—অবশ্যই; **নঃ**—আমাদের; **শ্রেয়ান্**—সর্বশ্রেষ্ঠ; **শ্রেয়ঃ**—তাদের কল্যাণের জন্য; **চিকীর্ষয়া**—আয়োজন করার ইচ্ছায়; **জিজ্ঞাসা**—অনুসন্ধানের; **অর্থম্**—জন্য; **পাণ্ডবানাম্**—পাণ্ডুর পুত্রদের সম্বন্ধে; **গচ্ছস্ব**—গমন করুন; **ত্বম্**—আপনি; **গজ-আহ্বয়ম্**—গজাহ্বয়ের উদ্দেশে (হস্তিনাপুর, কুরু বংশের রাজধানী)।

অনুবাদ

আপনি অবশ্যই আমাদের সুহৃদগণের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ, তাই দয়া করে হস্তিনাপুর গমন করুন এবং পাণ্ডবগণের শুভাকাঙ্ক্ষীরূপে, তাঁরা কেমন আছেন, অনুসন্ধান করুন।

তাৎপর্য

সংস্কৃতে অনুজ্ঞাসূচক 'তুমি যাও' হয়ত *গচ্ছস্ব* বা *গচ্ছ* দ্বারা সম্পাদিত হয়। এইগুলির দ্বিতীয়টিতে *গচ্ছ* শব্দটির অনুসারী, প্রধানত স্ব, যা সম্বোধনাত্মক অর্থে গ্রহণ করা হয়েছে, ইঙ্গিত করছে যে, শ্রীকৃষ্ণ অক্রূরকে 'আমাদের আপন' রূপে সম্বোধন করছেন। তাঁর পিতৃব্যর সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের অন্তরঙ্গ সম্পর্ক বোঝাতেই তা উল্লেখ করা হয়েছে।

শ্লোক ৩৩

পিতর্যুপরতে বালাঃ সহ মাত্রা সুদুঃখিতাঃ ।
আনীতাঃ স্বপুরং রাজ্ঞা বসন্ত ইতি শুশ্রুম ॥ ৩৩ ॥

পিতরি—তাঁদের পিতা; **উপরতে**—যখন তিনি পরলোকে গেলেন; **বালাঃ**—বালকগণ; **সহ**—সহ; **মাত্রা**—তাঁদের মাতা; **সু**—অত্যন্ত; **দুঃখিতাঃ**—দুঃখিতা; **আনীতাঃ**—আনীত হয়েছিলেন; **স্ব**—তাঁর নিজ; **পুরম্**—রাজধানী নগরীতে; **রাজ্ঞা**—রাজা দ্বারা; **বসন্তে**—তাঁরা বাস করছেন; **ইতি**—এইভাবে; **শুশ্রুম**—আমরা শুনেছি।

অনুবাদ

আমরা শুনেছি যে, তাঁদের পিতা যখন পরলোক গমন করলেন, তখন বাল্য বয়সে পাণ্ডবদের তাঁদের শোকগ্রস্তা মায়ের সঙ্গে রাজা ধৃতরাষ্ট্র রাজধানী নগরীতে এনেছেন এবং তাঁরা এখন সেখানে বাস করছেন।

শ্লোক ৩৪

তেষু রাজাম্বিকাপুত্রো ভ্রাতৃপুত্রেষু দীনধীঃ ।
সমো ন বর্ততে নূনং দুষ্পুত্রবশগোঽন্ধদৃক্ ॥ ৩৪ ॥

তেষু—তাঁদের প্রতি; **রাজা**—রাজা (ধৃতরাষ্ট্র); **অম্বিকা**—অম্বিকার; **পুত্রঃ**—পুত্র; **ভ্রাতৃ**—তাঁর ভ্রাতার; **পুত্রেষু**—পুত্রদের প্রতি; **দীন-ধীঃ**—যার মন দুর্বল; **সমঃ**—সমান; **ন বর্ততে**—হয় না; **নূনম্**—নিশ্চয়ই; **দুঃ**—দুষ্ট; **পুত্র**—তাঁর পুত্রদের; **বশগঃ**—বশীভূত; **অন্ধ**—অন্ধ; **দৃক্**—যাঁর দৃষ্টি।

অনুবাদ

বাস্তবিকই, দুর্বল মনের অম্বিকাপুত্র ধৃতরাষ্ট্র তাঁর দুষ্ট পুত্রদের নিয়ন্ত্রণাধীন হয়ে পড়েছেন এবং তাই সেই অন্ধ রাজা তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্রদের সঙ্গে ন্যায্য আচরণ করছেন না।

শ্লোক ৩৫

গচ্ছ জানীহি তদ্বৃত্তমধুনা সাধ্বসাধু বা ।
বিজ্ঞায় তদ্বিধাস্যামো যথা শং সুহৃদাং ভবেৎ ॥ ৩৫ ॥

গচ্ছ—গমন করুন; **জানীহি**—অবগত হন; **তৎ**—তাঁর (ধৃতরাষ্ট্রের); **বৃত্তম্**—আচরণ; **অধুনা**—বর্তমানে; **সাধু**—সাধু; **অসাধু**—অসাধু; **বা**—বা; **বিজ্ঞায়**—অবগত হয়ে; **তৎ**—সেই; **বিধাস্যামঃ**—আমরা আয়োজন করব; **যথা**—যাতে; **শম্**—মঙ্গল; **সুহৃদাম্**—আমাদের সুহৃদগণের; **ভবেৎ**—হয়।

অনুবাদ

সেখানে গিয়ে দেখুন—ধৃতরাষ্ট্র যথাযথ আচরণ করছেন কি না। আমরা জানতে পারলে, আমাদের সুহৃদবর্গের সাহায্যের জন্য আমরা প্রয়োজনীয় আয়োজন করব।

শ্লোক ৩৬

ইত্যক্রূরং সমাদিশ্য ভগবান্ হরিরীশ্বরঃ ।
সঙ্কর্ষণোদ্ধবাভ্যাং বৈ ততঃ স্বভবনং যযৌ ॥ ৩৬ ॥

ইতি—এই সমস্ত বাক্যের দ্বারা; **অক্রূরম্**—অক্রূর; **সমাদিশ্য**—সম্পূর্ণ নির্দেশ প্রদান করে; **ভগবান্**—পরমেশ্বর ভগবান; **হরিঃ ঈশ্বরঃ**—শ্রীহরি; **সঙ্কর্ষণ**—শ্রীবলরাম সহ; **উদ্ধবাভ্যাম্**—এবং উদ্ধব; **বৈ**—বস্তুত; **ততঃ**—তখন; **স্ব**—তাঁর নিজ; **ভবনম্**—গৃহে; **যযৌ**—গমন করলেন।

অনুবাদ

[শুকদেব গোস্বামী আরও বললেন—] এইভাবে অক্রূরকে সম্পূর্ণ নির্দেশ প্রদান করে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীহরি অতঃপর শ্রীসঙ্কর্ষণ ও উদ্ধবের সাথে তাঁর গৃহে প্রত্যাবর্তন করলেন।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের দশম স্কন্ধের 'শ্রীকৃষ্ণ তাঁর ভক্তদের তুষ্ট করেন' নামক অষ্টচত্বারিংশ অধ্যায়ের কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূর্তি শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদের দীনহীন দাসবৃন্দকৃত তাৎপর্য সমাপ্ত।